


কীটতত্ত্ব শাখা প্রযুক্তি-২

<p>১) প্রযুক্তির নামঃ</p>	<p>নিম বীজের নির্যাস দিয়ে পাটের হলুদ মাকড় দমন।</p>
<p>২) প্রযুক্তির বৈশিষ্ট্যঃ</p>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> <p style="text-align: center;">ছবি: হলুদ মাকড় দ্বারা আক্রান্ত কচি কাভ ও পাতা</p> <p>প্রযুক্তির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যঃ</p> <ol style="list-style-type: none"> ১) কৃষকের জন্য সহজলভ্য ২) ব্যবহার পদ্ধতি খুবই সহজ ৩) পরিবেশ বান্ধব ৪) অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক
<p>৩) প্রযুক্তির উপযোগিতাঃ</p>	<p>১) বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও) ঘোষিত একুশ শতকের এবং বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে গুণধর আলোচিত ভেষজ বৃক্ষ হল নিম। বাংলাদেশের প্রায় সকল অঞ্চলে সহজেই পাওয়া যায় এবং বিষাক্ত গুণাবলীর জন্য রাসায়নিক মাকড়নাশক ব্যবহার না করে নিম বীজের নির্যাস দ্বারা হলুদ মাকড় সহজেই দমন করা যায়।</p>  <p style="text-align: center;">ছবি: কচি পাতার উল্টো দিকে নিম বীজের নির্যাস ছিটানো</p> <ol style="list-style-type: none"> ২) হলুদ মাকড় আক্রান্ত গাছের ডগার কচিপাতার উল্টোদিকে নিম বীজের নির্যাস সরাসরি স্প্রে করলে খুব ভাল ফল পাওয়া যায়। ৩) পাট চাষ উপযোগী বাংলাদেশের অঞ্চলসমূহে এ প্রযুক্তি খুবই কার্যকরী। ৪) এই প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে পরিবেশের এবং উপকারী পোকার উপর কোন ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে না। ৫) এই প্রযুক্তি গ্রহণের ক্ষেত্রে কৃষকের কোন ঝুঁকি নাই।
<p>৪) মাঠ পর্যায়ে তথ্যঃ</p>	<p>নিম বীজের নির্যাস প্রস্তুত প্রণালীঃ</p> <p>গাছ থেকে নিম ফল সংগ্রহ করে ২৪ ঘন্টা পানিতে ভিজিয়ে রাখতে হবে যাতে সহজে বীজের খোসা দূরীভূত হয়। বীজের খোসা দূরীভূত হওয়ার পর বীজের কার্নেল বাতাসে ভালভাবে শুকিয়ে নিয়ে হামান দিস্তা/ শীল পাটা/ গ্রাইন্ডারের</p>

	<p>সাহায্যে পাউডার তৈরী করতে হবে। তারপর বীজের কার্নেল পাউডার পানিতে ১:২০ অনুপাতে (১০০ গ্রাম পাউডার ২ লিটার পানিতে) সারারাত ভিজিয়ে রাখলে নিম বীজের কার্নেল নির্যাস তৈরি হবে। তারপর নির্যাসটি ছাকনি দিয়ে ছেকে নিতে হবে।</p> <p>নির্যাসের কার্যকরী উপাদানঃ</p> <ol style="list-style-type: none"> ১। অ্যাজাডিরেকটিন ২। স্যালানিন ৩। ম্যালিয়েস্ট্রেয়াল ৪। নিম্বিন ৫। নিম্বিডিন  <p style="text-align: center;">ছবি: নিম বীজের নির্যাস ও ফল</p> <p>নিম বীজ সংগ্রহ ও নির্যাস তৈরির খরচ:</p> <p>বীজ সংগ্রহ ও নির্যাস তৈরি বাবদ খরচ</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">(১ জন শ্রমিক)</td> <td style="text-align: right;">= ৬০০/-</td> </tr> <tr> <td>প্রথমবার স্প্রে (২ জন শ্রমিক)</td> <td style="text-align: right;">= ১২০০/-</td> </tr> <tr> <td>দ্বিতীয়বার স্প্রে (২ জন শ্রমিক)</td> <td style="text-align: right;">= ১২০০/-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">মোট</td> <td style="text-align: right;">= ৩০০০/-</td> </tr> </table> <p>এই প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে প্রতি হেক্টরে আট মণ ফলন বেশি পাওয়া যায় যার বর্তমান মূল্য = ২৮০০×৭= ১৯,৬০০/-</p> <p>প্রতি হেক্টরে লাভ = (১৯,৬০০ – ৩০০০)=১৬,৬০০/-</p>	(১ জন শ্রমিক)	= ৬০০/-	প্রথমবার স্প্রে (২ জন শ্রমিক)	= ১২০০/-	দ্বিতীয়বার স্প্রে (২ জন শ্রমিক)	= ১২০০/-	মোট	= ৩০০০/-
(১ জন শ্রমিক)	= ৬০০/-								
প্রথমবার স্প্রে (২ জন শ্রমিক)	= ১২০০/-								
দ্বিতীয়বার স্প্রে (২ জন শ্রমিক)	= ১২০০/-								
মোট	= ৩০০০/-								
<p>৫) প্রযুক্তি হতে ফলন/প্রাপ্তিঃ</p>	<p>কৃষকের মাঠে হলুদ মাকড় আক্রান্ত গাছের ডগার কচিপাতার উল্টোদিকে সরাসরি স্প্রে করে প্রায় শতকরা ৭২ ভাগ হলুদ মাকড় দমন সম্ভব এবং প্রায় শতকরা ১২-২০ ভাগ পাটের আঁশের ফলন বৃদ্ধি পায়।</p>								